দামুড়হুদায় জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মঞ্জুর শুভেচ্ছা বিনিময়

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু দামুড়হুদায় দলীয় সমর্থকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

শনিবার সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা শহরের শহিদুল মার্কেটে আওয়ামী যুবলীগের নেতা কর্মী ও পথচারীদের সাথে সাক্ষাৎ ও শুভেচছা বিনিময় করেন।

শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে তিনি দামুড়হুদা সদরের বিভিন্ন প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্র লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মী বৃন্দ।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে জাফরপুর একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের ৪র্থ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ৪র্থ ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে তারিনীপুর ইয়াং ষ্টার ক্লাব বনাম জাফরপুর একাদশ।

খেলায় তারিনী পুর ইয়াং ষ্টার ক্লাব কে ৩-০গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জাফরপুর একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ইয়ুথ ক্লাবের উপদেষ্টা আমজাদ মিয়ার হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় জাফরপুর একাদশের ০৯ নং জার্সি পরিহিত শাকিল কে। প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়া বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন,আবু বকর সিদ্দিক, নজরুল ইসলাম,মালেক ভুঁইয়া,আশা মেম্বার, জসিম উদ্দিন মনোয়ার, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক, ক্রীয়া সম্পাদক রাজীব, স্বপন , রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল ও শামীম খাঁন। খেলাটি স্পন্সর করেন স্টুডেন্ট কর্নার।

আগামী ১৯/১০/২২ ইং বুধবার সেমি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে, যে শক্তিশালী দল দুটি অংশ গ্রহণ করিবে রঘুনাথপুর একাদশ বনাম জাফর পুর একাদশ।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে গোবিন্দপুর ষ্টার ক্লাব জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের ৩য় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ৩য় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে দুধপাতিলা স্পোর্টিং ক্লাব বনাম গোবিন্দপুর ইস্টার ক্লাব।

খেলায় দুধপাতিলা স্পোর্টিং ক্লাব কে ২-০গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে গোবিন্দপুর স্টার ক্লাব। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ইয়ুথ ক্লাবের উপদেষ্টা আমজাদ মিয়ার হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় গোবিন্দপুর ষ্টার ক্লাবের ০৭ নং জার্সি পরিহিত সাদিক কে। প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়া বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন,আবু বকর সিদ্দিক, নজরুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন মনোয়ার, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক,মালেক ভুঁইয়া, ক্রীয়া সম্পাদক রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল ও শামীম খাঁন।

দামুড়হুদায় আন্তঃজেলা প্রতারক

চক্রের দুই সদস্য আটক

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের দিক নির্দেশনায় আন্তঃজেলা প্রতারক চক্রের দুই সক্রিয় সদস্যকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

আজ সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার কাঠালতলা বাজার নামক স্থান থেকে তাদের ২ জনকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে আলিফ ওরফে আলীহিম (৩৭), এবং একই গ্রামের মজনুর ছেলে পিন্টু (৩৫) চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্হান সহ পার্শ্ববর্তী মেহেরপুর, কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকার বাজার ঘাটে সহজ সরল দোকানদারকে টার্গেট করে নিজেদের ছাপানো ভূয়া মেমো দেখিয়ে কোম্পানির বিভিন্ন চমকপ্রদ অফার এর লোভ দেখিয়ে প্রতারনার মাধ্যমে নগদ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে পরবর্তীতে অর্ডারকৃত মালামাল সরবরাহ করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সটকে পড়ে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যায়। প্রতারকদের তৈরীকৃত কয়েকটি ভূয়া মেমো বইয়ের পাতা উদ্ধার করে পুলিশ।

আরো জানা যায় উপজেলার বিভিন্ন দোকানে যখন প্রতারণার ফাঁদ পেতে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারক চক্র হাতিয়ে নেয় তখন দিশেহারা হয়ে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিবর্গ দামুড়হুদা মডেল থানায় বিষয়টি জানাই। এবং শুধুমাত্র একটি মোবাইল নম্বরের সূত্রপাত ধরে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের চিরুনি অভিযান শুরু হয়। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে সোর্স লাগিয়ে সর্বশেষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারক চক্রের ২ সদস্যকে আটক করতে সক্ষম হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই তৌহিদুজ্জামান শেখ, এএসআই দিরাজ, এএসআই আলমঙ্গীর সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদেরকে হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঠালতলা বাজার নামক স্থান থেকে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে জানাজানি হলে জয়রামপুর কাঠালতলা বাজার এর স্থানীয় দোকানদাররা দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, প্রতারণার কারণে দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে। আলিফ এর নামে চুরি, ধর্ষন, দস্যুতাসহ বিভিন্ন ধরনের ০৫ টি

মামলা রয়েছে। এবং পিন্টুর নামে দস্যুতা, নারী নির্যাতনসহ বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে রঘুনাথপুর একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের ২য় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ২য় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে পুরাতন হাউলী একাদশ বনাম রঘুনাথপুর একাদশ।

খেলায় পুরাতন হাউলী একাদশ কে ১-০গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে রঘুনাথপুর একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ইয়ুথ ক্লাবের উপদেষ্টা আবু বকর সিদ্দিক সাবেক ফুটবলারের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় রঘুনাথপুর একাদশের ০৮ নং জার্সি পরিহিত শাকিল কে।

প্রধান অতিথি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, জসিম উদ্দিন মনোয়ার, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক, রাজীব, স্বপন , রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ,

নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল ও শামীম খাঁন।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডে উকতো একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের ১ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ১ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে উকতো একাদশ বনাম দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাব।

খেলায় ট্রাইব্রিকারে দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩-২গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উকতো একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ইয়ুথ ক্লাবের উপদেষ্টা হাসিবুল ইসলামের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় উকতো একাদশের গোল রক্ষক সোহান কে।

প্রধান অতিথি হাসিবুল ইসলাম বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের

ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক, রাজীব, স্বপন , রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল ও শামীম খাঁন।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা, সবার জন্য কার্যব্যবস্থা, এই প্রতিবাক্য কে সামনে রেখে দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জানা গেছে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। ঝুঁকি সচেতনতা ও দুর্যোগ হ্রাসের বৈশ্বিক সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে একদিনের ডাকে ১৯৮৯ সালে দুর্যোগ নিরসনে আন্তর্জাতিক দিবস শুরু হয়। যা প্রতিবছর ১৩ ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বজুড়ে মানুষ এবং জাতিসমূহ কিভাবে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় এবং তারা যে ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করে তা জোরদার করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়। অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তবে আগাম বার্তা ও সম্মিলিত উদ্যোগ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশবাসীকে প্রস্তুতি নিতে এবং মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)’র বাস্তবায়নে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা

পরিষদের সভা কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পি আই ও মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আর ডি সি শেখ রাসেল আহম্মেদ। এসময় তিনি বলেন, একটা সময় ছিল যখন দুর্যোগ মানেই ছিল ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও সরকারের গৃহীত নানা অগ্রিম সচেতনতামূলক পদক্ষেপের কারণে দুর্যোগে বাংলাদেশ ক্ষয়ক্ষতি আগের থেকে বহুলাংশে কমেছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সকলের আরো অধিক সতর্ক অবস্থানই পারে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দেশকে আগামী দিনগুলোতে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সাব অফিসার নাসির উদ্দিন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকী সালাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন-অর-রশিদ, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা রাফেজা খাতুন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা আইসিটি প্রোগ্রামার আরিফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসের সিএ ফয়জুল করিম সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ।

দামুড়হুদায় এপিএ চুক্তির অধীনে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদার মজলিশপুর গ্রামে এপিএ চুক্তির অধীনে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত। বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের মজলিশপুর গ্রামে মঈনুল মেম্বারের বাড়ীর পাশে এপিএ চুক্তির অধীনে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সহকারী তথ্য অফিসার রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে এপিএ চুক্তির অধীনে মহিলা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা

তথ্য অফিসার আমিনুল ইসলাম। এসময় তিনি নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মঈনুল ইসলাম, আবুল বাশার, সিরাজুল ইসলাম সহ উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে চলছে নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলছে নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম। সারিবদ্ধ ভাবে লাইন দিয়ে যুবক-যুবতীরা নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

জানাগেছে জেলা নির্বাচন অফিস এর আন্ডারে অস্থায়ী নিয়োগে টিম লিডার মিজানুর রহমানের তত্ত্বাবধানে মোট ৮ জন সদস্যের মাধ্যমে চলছে নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম। এই টিমে কাজ করছেন যথাক্রমে- শাকিবুর রহমান, সাউদা, ইকবাল, রকিবুল, ইকরামুল, ইয়ামিন, রাশেদ ও প্রিন্স।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শামীম রেজা সহ সকল ইউপি সদস্য বৃন্দ।

১০ তারিখ সকাল ৮টা থেকে শুরু করে ১৫ তারিখ পর্যন্ত টানা ৬ দিন চলবে এই কার্যক্রম। ১২ তারিখ ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড, ১৩ তারিখ ৭ নং ওয়ার্ড, ১৪ তারিখ ৮ নং ওয়ার্ড ও ১৫ তারিখে ৯ নং ওয়ার্ডের নতুন ভোটার হালনাগাদ হবে। ১৬ এবং ১৮ তারিখ ওপেন ডে। এই দুই দিন দামুড়হুদা উপজেলার যে সকল নতুন ভোটার বাদ পরেছে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

অর্থাৎ বাদ পড়া সকল ভোটার অংশ গ্রহণ করতে পারবে। প্রথম দিন নারী পুরুষ সহ মোট ৩৬৫ জন নতুন ভোটার হন। এর মধ্যে নারী ১৫৩ জন এবং পুরুষ ২১১ জন। গতকাল ৩৯৭ জন নতুন ভোটার হালনাগাদ হয়। এর মধ্যে নারী ২০৯ জন এবং পুরুষ ১৮৮ জন। গত দুই দিনে নারী পুরুষ সহ মোট ৭৬২ জন নতুন ভোটার হালনাগাদ হয়। এর মধ্যে মোট নারী ৩৬২ জন এবং মোট পুরুষ ৩৯৯ জন।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন, যুবক-যুবতীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাইন দিয়ে নতুন ভোটার হালনাগাদে অংশ গ্রহণ করেন। যতক্ষণ নতুন ভোটার লাইনে ছিল ততক্ষণ কার্যক্রম চলছে সর্বশেষ কার্যক্রম চলছে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা পর্যন্ত।

দামুড়হুদায় খেজুর গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত গাছিরা

দামুড়হুদায় শীতের মৌসুম শুরু হতে না হতেই আবহমান গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য খেজুরের রস আহরণে প্রতিটি গ্রামে গাছিরা গাছ প্রস্তত করতে শুরু করেছেন। যারা খেজুরের রস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে গাছ কাটায় পারদর্শী স্থানীয় ভাষায় তাদেরকে ‘গাছি’ বলা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে দর্শনা- লোকনাথপুর সড়কের ধারে ও মাঠের খেজুর বাগানে এ গাছিরা হাতে দা নিয়ে ও কোমরে দড়ি বেঁধে নিপুণ হাতে গাছ চাঁচা-ছোলার কাজ শুরু করেছে।

শীত মৌসুম এলেই দামুড়হুদা উপজেলায় সর্বত্র শীত উদযাপনের নতুন আয়োজন শুরু হয়। খেজুরের রস আহরণ ও গুড় তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এ এলাকার গাছিরা। তাদের মুখে ফুটে ওঠে রসালো হাসি। শীতের দিন মানেই গ্রামাঞ্চলে খেজুর রস ও নলেন গুড়ের ম-ম গন্ধ।

শীতের সকালে খেজুরের তাজা রস যে কতটা তৃপ্তিকর তা বলে বোঝানো যায় না। আর খেজুর রসের পিঠা এবং পায়েস তো খুবই মজাদার। এ কারণে শীত মৌসুমের শুরুতেই গ্রামাঞ্চলে খেজুর রসের ক্ষীর, পায়েস ও পিঠে খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। প্রতিদিনই কোনো না কোনো বাড়িতে

খেজুর রসের তৈরি খাদ্যের আয়োজন চলে। শীতের সকালে বাড়ির উঠানে বসে সূর্যের তাপ নিতে নিতে খেজুরের মিষ্টি রস যে পান করেছে, তার স্বাদ কোনো দিন সে ভুলতে পারবে না। শুধু খেজুরের রসই নয় এর থেকে তৈরি হয় সুস্বাদু পাটালি, গুড়।

খেজুর গুড় বাঙালির সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। নলেন গুড় ছাড়া আমাদের শীতকালীন উৎসব ভাবাই যায় না।দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের গাছি তোফাজ্জেল হোসেন ও লোকনাথপুর গ্রামের সালাম জানান, আর মাত্র কয়েক দিন পরই গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হবে। রস থেকে গুড় তৈরির পর্ব শুরু হয়ে চলবে প্রায় মাঘ ফালগুন মাস পর্যন্ত। হেমন্তের প্রথমে বাজারগুলোতে উঠতে শুরু করবে সুস্বাদু খেজুরের পাটালি ও গুড়। অবহেলায় বেড়ে ওঠা খেজুর গাছের কদর এখন অনেক বেশি। এছাড়া খেজুর গাছের রস হতে উৎপাদিত গুড় দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বলে জানান তারা।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজামান জানান, দামুড়হুদায় প্রচুর পরিমাণ খেজুর গাছ আছে। গাছিরা খেজুর রস সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও পাটালি, গুড় তৈরি করে নিকটস্থ বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়। বর্তমানে খেজুরের গুড়ের চাহিদা বেশী যার কারণে গাছিরা এদিকে যেমন লাভবান হচ্ছে ঠিক তেমনি আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হচ্ছে।